স্মরণকালের কম আখ মাড়াইয়ের রেকর্ড কেরুর

দর্শনা কের“জ চিনিকলের আখেরী হুইসেল বাজিয়ে ২০২২-২০২৩ আখ মাড়াই মৌসুম শেষ করল ঐত্যিহ্যবাহী প্রতিষ্টান কেরুজ চিনিকল।

কেরু সুত্রে জানা যায় গতকাল বৃহস্পতিবার দিনগত ভোরের দিকে এ ২০২২-২০২৩ আখ মাড়াই মৌসুম শেষ হবে। এবার ৮৪ বছরের রেকর্ড ভেঙ্গে কম আখ মাড়াইয়ে ঐত্যিহ্যবাহী কেরুজ চিনিকল। শুধু আখ মাড়াইয়ের ক্ষেত্রেই নয়, মাড়াই দিবস থেকে শুর“ করে চিনি আহরণের হার ও উৎপাদন কমের ক্ষেত্রেও এবার রেকর্ড ভেঙ্গেছে।

২০২১-২২ মরসুমে ৭০কোটি টাকা লোকসান গুনলেও এবারের লোকসানের বোঝা কমে ৬০ কোটিও পের“তে পারে বলে জানিয়েছে মাহাব্যবস্থাপক (অর্থ) মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। ২০২২-২৩ চলতি আখ মাড়াই মরসুম আজ শেষ হচ্ছে। ২০২২-২৩ আখ মাড়াই মৌসুমে ৫৩ কার্য দিবসে ৬১ হাজার ৫শ মেট্রিকটন আখ মাড়াই করে ৩ হাজার ৮৪০ মেট্রিকটন চিনি উৎপাদনের লক্ষমাত্রা নিয়ে মিল উদ্ধোধন করলেও তা তলানিতে নেমে ৪৩ কার্য দিবসে ৪৬ হাজার ৬০ মেট্রিকটন আখ মাড়াই করে চিনি উৎপাদন করেছে ২হাজর ২১৯ মেট্রিকটন। যা চিনি আহরণের হার ৫.০৫ নিম্নমুখী হওয়ায় উৎপাদনে থাকছে বিশাল ঘাটতি।

গত বছরের ২৩ ডিসেম্বর মাসে বিকালে ৭০ কোটি টাকা লোকসানের বোঝা মাথায় নিয়ে ২০২২-২৩ আখ মাড়াই মরসুমের শুভ উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ খাদ্য ও চিনিশিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যান আরিফুর রহমান অপু। কের“জ চিনিকল কর্তৃপক্ষ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ি এ মরসুমে সর্বমোট ৪ হাজার ২৩০একর জমির আখ মাড়াই করা হয়। যার মধ্যে কের“জ নিজস্ব জমির পরিমান ছিলো মাত্র ১হাজার ৫০ একর ও কৃষকের জমিতে আখ ছিলো ৩ হাজার ১৮০ একর। লক্ষমাত্রা অনুযায়ি মাত্র ৪৩ দিনে ৪৬ হাজার ৬০ মেট্রিকটন আখ মাড়াই করে চিনি উৎপাদন নির্ধারন করা হয় সাড়ে ২ হাজার ২শ ১৯ মেট্রিকটন। চিনি আহরণের গড় হার নির্ধারণ করা ছিলো ৬.০২দশমিক শূন্য।এবারের চিনি আহরনের হার কমে ৫.০৫ দাড়িয়েছে।

কের“জ চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোশারফ হোসেন জানান, আগামি মরসুমে চিনি কারখানাকে লাভজনক অবস্থায় নেয়া সম্ভব না হলেও

বড়ধরণের লোকসান কমাতে প্রয়োজনীয় সবধরণের প্রস্তুতি গ্রহন করা হয়েছে। আখচাষে আগ্রহী করে তোলা হচ্ছে কৃষকদের। কৃষকদের সকল ধরণের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। কৃষদের সাথে সভা-সমাবেশ, উঠান বৈঠক চলমান রয়েছে।

তিনি এলাকার আখচাষিদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, বেশী বেশী আখচাষ করে অধিক মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি আপনাদের মূলবান সম্পদ কের“জ চিনিকলটি রক্ষা কর“ন। তিনি আরও বলেন কৃষি প্রধান বাংলাদেশ অর্থনীতির মৃল ভিত্তি হলো কৃষি। চিনি শিল্প ছিলো কৃষি ভিত্তিক শিল্প তাই এ মিলটির জন্য যা যা করার দরকার আমি সব রকব চেষ্টা করে যাচ্ছি। তবে গতবারের তুলনায় এবার আখের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। মিল গেটে ১৪০ টাকা থেকে বাড়িয়ে দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১৮০ টাকা। এছাড়া আখক্রয় কেন্দ্রগুলোতে ১৩৬ টাকা থেকে বাড়িয়ে মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১৭৬ টাকা।

দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোশারফ হোসেন জানান, ‘আগামী মৌসুমে চিনি কারখানাকে লাভজনক অবস্থায় নেয়া সম্ভব নাহলেও বড়ধরণের লোকসান কমাতে প্রয়োজনীয় সবধরণের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। আখচাষে আগ্রহী করে তোলা হচ্ছে কৃষকদের। আখচাষীদের সকল ধরণের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে।

দর্শনার ফুলবাড়ী সীমান্তে বিজিবির অভিযানে ৬টি ভারতীয় এয়ারগান উদ্ধার

দর্শনার ফুলবাড়ী সীমান্তে চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়েছে বিজিবি। এ অভিযানে ৬টি অত্যাধুনিক ভারতীয় এয়ারগান উদ্ধার করেছে। এসময় বিজিবির উপস্থিতি টেরপেয়ে পালিয়েছে চোরাকারবারী।

বিজিবি জানায়, বিশেষ সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পেরে মঙ্গলবার সন্ধা সাড়ে ৬টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানাধীন অন্তর্গত ফুলবাড়ী সীমান্ত এলাকা দিয়ে ভারত হতে অবৈধ অস্ত্রের চালান

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে।

এমন সংবাদের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটলিয়নের অধিনায়ক শাহ মোঃ ইশতিয়াক, পিএসসি’র সার্বিক দিক নির্দেশনায় ফুলবাড়ী সীমান্ত ফাঁড়ীর রাত্রীকালীন টহল কমান্ডার নায়েব সুবেদার মোঃ ফারুক হোসেন সঙ্গীয় টহলদল নিয়ে সীমান্ত পিলার ৮৬ হতে ৫০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বেদেপোতা মাঠ নামক স্থানে এ্যাম্বুশ করে।

এসময় সীমান্ত পিলার ৮৬ এর নিকট দিয়ে ভারত হতে ২ জন ব্যক্তিকে মাথায় কার্টুন নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে দেখলে বিজিবি’র সশস্ত্র টহলদল চোরাকারবারীদেরকে ধাওয়া করে। ফলে চোরাকারবারীদের মাথায় থাকা কার্টুন ফেলে দৌড়ে ভূট্টা ক্ষেতের মধ্যে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে বিজিবি সশস্ত্র টহলদল ফেলে যাওয়া কার্টুন উদ্ধার করে এবং উদ্ধারকৃত ২টি কার্টুনের মধ্যে থেকে ৬টি অত্যাধুনিক ভারতীয় এয়ারগান আটক করতে সক্ষম হয়।

এ বিষয়ে দর্শনা থানায় অবৈধ অস্ত্র আইনে মামলা করে আটককৃত এয়ার গানগুলো জমা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

দর্শনা ওয়েভ ট্রেড ট্রেনিং সেন্টার গ্রাফিক্স ডিজাইন প্রশিক্ষনের শুভ উদ্বোধন

দর্শনা ওয়েভ ট্রেড ট্রেনিং সেন্টারে তিন মাস ব্যাপী গ্রাফিক্স ডিজাইন প্রশিক্ষনের শুভ উদ্বোধন করেছেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের নিবার্হী পরিচালক মহসিন আলী।

সোমবার বেলা ২টার দিকে পিকেএসফ এর সহযোগিতায় এবং ওয়েভ ফাউন্ডেশনের আয়োজনে এসইআইপি প্রশিক্ষন প্রোগ্রামের উদ্বোধন করা হয়।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রশিক্ষনে অংশ গ্রহনকারী ২৫জন প্রশিক্ষণার্থী উদ্যেশ্যে নিবার্হী পরিচালক বলেন, যারা গ্রামে

শহরে বিভিন্ন জায়গায় থাকে প্রশিক্ষনের সুযোগ বঞ্চিত। সে রকম কিছু জায়গা থেকে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতে পারে। যে কোন কাজ করতে গেলে শুরু করতে গেলে, বুঝতে গেলে প্রশিক্ষনের প্রয়োজনীয় জায়গা। প্রশিক্ষণ শেষ করে কাজ করা সম্ভব নয়। প্রশিক্ষণ নিয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগ থাকতে হবে। যদি চর্চা থাকে তাহলে সে ভাল ফলাফল পাবে এবং এন্টার পেনার হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। এ অনুষ্ঠান শেষে চুয়াডাঙ্গা, জীবননগর ও দামুড়হুদা উপজেলার ৪২ জন কিশোর কিশোরীদের সাথে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময় এর শুরুতেই কিশোর কিশোরীর নিবার্হী পরিচালকের হাতে ফুলের তোড়া তুলে দিয়ে সম্মান জানান।

এসময় তিনি এসব কিশোর-কিশোরীদের উদ্যোশে বলেন, শুধু চাকুরীর জন্য নয় নিজেদেরকে উদ্যোক্তা হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজ উদ্যোগে কাজ করে নিজেদের আয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন, অর্থ পরিচালক আমিরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ বিভাগের উপ-পরিচালক জহির রায়হান, সহকারী পরিচালক কিতাব আলী, সিনিয়ার সমন্বয়কারী কামরুজ্জামান যুদ্ধ ও এ্যাডভাইজার আব্দুস শুকুর। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সিনিয়ার সমন্বয়কারী ও প্রশিক্ষন কার্যক্রমের অধ্যক্ষ আব্দুস সালাম।

পরানপুর সরাকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরন

দর্শনা পৌর বিএনপি সিনিয়ার সহ-সভাপতি হাবিবুর রহমান বুলেটের পরিবারের পক্ষ থেকে দর্শনা পরাণপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ করেছে।

রবিবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে এসব ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ করেন হাবিবুর রহমান বুলেট,তার স্ত্রী আশরাফি খাতুন ও

ছেলে মাহির আজমল। এছাড়া তার পরিবারের পক্ষ থেকে পারণপুর গ্রামের বেশকিছু দরিদ্র পরিবারের মাঝেও কম্বল বিতরণ করেন।

পরাণপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কামরুল হাসান হিরো, সহকারী শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলী, আয়শা সিদ্দিকা, মাহাফুজা খাতুন, শিল্পী খাতুন। এছাড়া গ্রামের পাপ্পু, রিফাত রহমান, রাতুল ও আকাশ। হাবিবুর রহমান বুলেট বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, প্রচন্ড শীতের এ আবহাওয়ার সময় দরিদ্র ও অসহায় মানুষের পাশে আমার মত সমাজের বৃত্তবানদের এগিয়ে আসার জন্য আহবান জানান।

দর্শনার ৫ টি স্বর্ণেরবারসহ চোরাকারবারি হৃদয় আটক

দর্শনা সীমান্তের রামনগর গ্রামে চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) ও দর্শনা থানা পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়েছে। এ অভিযানে ২৫ ভরি ২ আনা স্বর্ন উদ্ধার সহ হৃদয় নামের এক চোরাকারবারীকে আটক করেছে পুলিশ।

আটক চোরাকারবারী হৃদয় হাসান দামুড়হুদা উপজেলার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের নাস্তিপুর গ্রামের নওশাদ হোসেনের ছেলে।

পুলিশ জানায়, রোববার দুপুর ১২ টার দিকে গোপন সংবাদ পেয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ ও দর্শনা থানা পুলিশের সদস্যরা চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালান দর্শনা পুরাতন বাজার-মুজিবনগর সড়কের দর্শনার মেমনগর বিডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে।

এসময় দর্শনা থেকে সীমান্তের দিকে যাওয়া একটি মোটরসাইকেলের গতিরোধ করে অভিযানিক পুলিশ সদস্যরা। পুলিশ দেখে মোটরসাইকেল চালক তার পকেটে থাকা কাগজে মোড়ানো স্বর্ণের বারগুলো পাশের নর্দমার গর্তের মধ্যে ফেলে দেয়। পরে তাকে আটক করে ওই নর্দমার গর্তের মধ্য থেকে ফেলে দেওয়া কাগজে মোড়ানো অবস্থায় একটি প্যাকেট উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধার হওয়া কাগজে মোড়ানো প্যাকেটের ভেতর থেকে ৫টি স্বর্ণের টুকরো বের করা হয়। যার ওজন ২৫ ভরি ২ রতি।

অভিযান শেষে চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আনিসুজ্জামান সাংবাদিকদের জানান, গোপন সংবাদ পেয়ে এ অভিযান চালানো হয়। চোরাকারবারিকে আটকের পর জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এ ঘটনায় মামলা দায়েরের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এএইচএম লুৎফুল কবীর জানান, আমরা জানতে পারি যে দর্শনা সীমান্ত থেকে স্বর্ন পাচার হচ্ছে। এ মর্মে আমরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ৫ টুকরো স্বর্নসহ হৃদয় হোসেনকে আটক করি।

দর্শনায় সিএসএস এর উদ্যোগে দিনব্যাপী ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন

দর্শনায় বেসরকারি এনজিও প্রতিষ্ঠান সিএসএস এর উদ্যোগে দিনব্যাপী ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্পের শুভ উদ্বোধন করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) রোকসানা মিতা।

গতকাল শনিবার সকাল ১০টার দিকে সিএসএস মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রাম, যশোর জোন এর আয়জনে দামুড়হুদার দর্শনা ঘুঘুডাঙ্গা সিএসএস এর শাখা কার্যালয়ে এই ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন করা হয়।

দর্শনা পৌরসভার প্যানেল মেয়র মোঃ রেজাউল ইসলাম এর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা। সিএসএস এর আরএম তাপস ঘোষ এর সঞ্চালনায় এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা কার্যালয়ের এআরএম রুবেল হোসেন, জাতীয় সাংবাদিক ঐক্য ফোরাম দামুড়হুদা উপজেলা শাখার সভাপতি আরিফুল ইসলাম মিলন।

প্রথমেই নির্বাহী অফিসার কে ফুলের শুভেচ্ছা দিয়ে বরণ করে নেয় উক্ত সংস্থার লোন অফিসার টুটু মন্ডল। সিএসএস এর স্থপতি রেভারেন্ড পল মুন্সী’র স্মরণে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার মোছাঃ রোকসানা খাতুন (এমবিবিএস বিসিএস স্বাস্থ্য)।

দর্শনা কেরুজ ডিস্টিলারীর ফিদা হাসান বাদশাকে অব্যাহতি

দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে দৃর্নিতির রিপোর্ট প্রকাশিত হলে দর্শনা কেরুজ ডিস্টিলারী বিভাগের দায়িত্বে থাকা মহাব্যবস্থাপক (জিএম) ফিদা হাসান বাদশাকে অব্যাহতি দিয়েছে চিনি ও খাদ্য শিল্প করপেরশন কতৃপক্ষ।

সোমবার (২৩ জানুয়ারী) ভারপ্রাপ্ত চীফ অফ পারসোনেল শাহরীনা তানাজ এর স্বাক্ষরিত ৩৬.০৪.০০০০.০১১.
১৯.০০১.১৮.১৪১ নং স্বারকে অব্যাহতির বিষযটি নিশ্চত করে।

পুনরাদেশ না দেওয়া পযর্ন্ত বিএসএফআইসি’র অধীনে কেরু এ্যান্ড কোম্পানী বাংলাদেশ লিমিটেডের মহাব্যাবস্থাপক ফিদা হাসান বাদশাকে বর্তমান বেতনক্রমে নামের পার্শ্বে উল্লেখিত পদ থেকে অব্যাহতি দেয়।

এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে “স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিক” পত্রিকায় নিয়োগপত্র ছাড়াই মহাব্যবস্থাপক (জিএম) পদে ফিদা হাসান বাদশা কেরুজ চিনিকলের কোষাগার থেকে নিচ্ছেন বেতনভাতা এই মর্মে পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। তার পরিপেক্ষিতে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপেরশন কতৃপক্ষ নড়েচড়ে বসে এবং সরেজমিনে তদন্তে আসে। তদন্তে এসে কর্মস্থলের তার বৈধ কোন কাগজপত্র দেখাতে ব্যার্থ হয়। যে কারণে সাথে সাথে তার মহাব্যবস্থাপক (জিএম) ডিস্টিলারী পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে দেয়। এ বিষয়ে দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক বলেন, আজ চিনি ও খাদ্য শিল্প

করপোরেশন থেকে তার ডিস্টিলারী মহাব্যবস্থাপক (জিএম) পদ থেকে একটি পরিপত্র এসেছে। পরিপত্রে মহাব্যবস্থাপক (জিএম) ফিদা হাসান বাদশাকে অব্যাহতি প্রদান করে ওই স্থলে রাজিবুল হাসান ডিস্টিলারী মহাব্যবস্থাপক (জিএম) পদে দায়িক্তভার গ্রহন করেছে।

উল্লেখ্য, দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ডিস্টিলারী বিভাগের মহাব্যবস্থাপক ফিদাহ হাসান বাদশা দীর্ঘ ১৮ বছর ঘুরে ফিরে অবস্থান করছেন একই প্রতিষ্ঠনে। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন কর্তৃক ফিদাহ হাসান বাদশাকে নিয়োগ দেওয়া হয় চিনিকলের বিএমআর প্রকল্পের প্রজেক্ট ডাইরেক্টর (পিডি) হিসাবে। অথচ তিনি অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে আকড়ে রাখেন ডিস্টিলারী বিভাগের প্রধান চেয়ার। ফিদাহ হাসান বাদশার পদ মর্যাদা ব্যবস্থাপক, এ পদে পদন্নোতি হলে উপ-মহাব্যবস্থাপক, তার পরের পদ মহাব্যবস্থাপক। অথচ ব্যবস্থাপক পদ থেকে তিনি মহাব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালন করছেন। ফলে একই ব্যাক্তি গুরুত্বপূর্ণ ২টি চেয়ার ধরে রাখায় অনেকের মধ্যে প্রশ্ন জাগে প্রকল্পের পিডি হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হলেও কি কারণে ধরে রেখেছেন ডিস্টিলারীর চেয়ার। কি মধু এ চেয়ারে? এ সংক্রান্তে পত্রিকায় রিপোর্টা পত্রিকায় প্রকাশিত হলে বিভিন্ন মহলে দৌড়ঝাপ শুরু করে দেন তিনি।

সুত্রে জানা যায়, দর্শনা কেরুজ চিনিকলে ২০০৫ সালে যোগদান করেন ফিদাহ হাসান বাদশা। যোগদানের পর পদন্নতি পেয়ে মিলের বিভিন্ন বিভাগে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। সংশ্লিষ্ট উর্দ্ধতন কর্তা বাবুদের ম্যানেজ করেই ২০১৯ সালের ২৬ মে ডিস্টিলারী বিভাগে মহাব্যবস্থাপক পদে দায়িত্ব নেন। এরই মধ্যে পদন্নতি পেয়ে সদর দপ্তর থেকে চিনিকলের বিএমআরআই করণ প্রকল্পের প্রজেক্ট ডাইরেক্টর (পিডি) হিসেবে দায়িত্ব পান। তার মূলদায়িত্ব ওই প্রকল্পে হলেও অনৈতিক সুবিধা থাকায় ডিস্টিলারীর চেয়ার কৌশলে আকড়ে আছেন।

সূত্রে আরও জানা যায়, ডিস্টিলারী বিভাগে প্রতিবছর কোটি কোটি টাকার মালামাল ক্রয় হয়ে থাকে। পাশপাশি কয়েক শত কোটি টাকার মদ বিক্রি। পদাধিকার বলে ডিস্টিলারীরে মালামাল ক্রয় কমিটিতে তার যাচাই বাচাই এবং দেখভাল করার গুরুদায়িত্ব থাকে। অভিযোগ রয়েছে, প্রত্যেকটি মালামাল ক্রয় কমিটিতে তার সক্রিয় অবস্থান থাকে। যার ফলে সরবরাহকারী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠনের সাথে বিশেষ সখ্যতাও রয়েছে ফিদাহ হাসান বাদশার। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে সুবিধা গ্রহনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে নিন্মমানের মালামাল সরবরাহের সুযোগ করে দেন তিনি। এতে প্রতিষ্ঠানের লোকসান হলেও আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ বনে

গেছেন বাদশা। ডিষ্টিলারীর ক্রয় দুর্নিতি রোধে তার অপসারণ জরুরী বলে সাধারণ শ্রমিক কর্মচারীরা মনে করেন।

দীর্ঘদিন একই চেয়ারে থাকলে অনেকের সাথে সখ্যতা গড়ে ওঠার সুবাদে দুর্ণিতি সিন্ডিকেট তৈরী হয়েছে। চিনিকলের শ্রমিক-কর্মচারীদের দাবি ডিষ্টিলারীর চেয়ার ছেড়ে দিয়ে বিএমআরআই প্রকেল্পর মূলদায়িত্ব যেন গ্রহণ করেন ফিদাহ হাসান বাদশা। তাহলে অনেকাংশে দূর্নিতি কমে যাবে এ বিভাগে।

এ সংক্রান্ত রিপোর্ট পত্রিকায় প্রকাশের পরিপেক্ষিতে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপেরশন কতৃপক্ষ নড়েচড়ে বসে এবং সরেজমিনে তদন্তে আসে। তদন্তে এসে কর্মস্থলের তার বৈধ কোন কাগজপত্র দেখাতে ব্যার্থ হয়। যে কারণে সাথে সাথে তার মহাব্যবস্থাপক (জিএম) ডিস্টিলারী পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে দেয়। যে করণে গতকাল সোমবার চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন থেকে তার ডিস্টিলারী মহাব্যবস্থাপক (জিএম) পদ থেকে একটি পরিপত্র এসেছে। পরিপত্রে মহাব্যবস্থাপক (জিএম) ফিদা হাসান বাদশাকে অব্যাহতি প্রদান করে ওই স্থলে রাজিবুল হাসানকে ডিস্টিলারীর মহাব্যবস্থাপক (জিএম) পদে দায়িক্তভার গ্রহণের আদেশ প্রদানের কথা জানানো হলে বাদশাকে অব্যাহতি দিয়ে রাজিবুলকে দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছে বলে জানান দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন।

দর্শনায় ভোক্তা অধিকারের অভিযানে ৪ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

দর্শনায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ভ্রাম্যমান অভিযান চালিয়ে ৪ প্রতিষ্ঠানের ১৯ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে।

সোমবার (২৩ জানুয়ারি) দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে দর্শনা পুরাতন বাজার দোয়েল চত্তরে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

দর্শনা পুরাতন বাজার দোয়েল ফার্মেসীর মালিক মোঃ হায়দার আলীকে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ রাখার অপরাধেভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৫১ ধারা মোতাবেক ১০.০০০(দশ) হাজার জরিমানা আদায় করে।

পুরাতন বাজার মাস্টার ফার্মেসীর মালিক মোঃ আবু সাঈদকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৫১ ধারায় ৫ হাজার টাকা, পুরাতন বাজারে অবস্থিত সুমন ফল ভান্ডারের মালিক মোঃ সুমন আলীকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৫১ ধারা মোতাবেক ৩ হাজার টাকা এবং মোমিন ফল ভান্ডারের মালিক মোঃ মমিন আলীকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৫১ ধারা মোতাবেক ১ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

ভ্রাম্যমান অভিযান পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোঃ সজল আহমেদ। অভিযানে সহযোগিতা করেন দর্শনা থানা পুলিশ একটি দল।

দর্শনার কুন্দিপুরে আদালতের নির্দেশে বসতঘর উচ্ছেদ

আশ্রহীন মানুষের আশ্রয়স্থল করতে নানা কর্মসুচি বা¯ত্মবায়ন করে চলেছে সরকার। এ কর্মসুচির মধ্যে জমি আছে ঘর নেই, আবার জমি ঘর কোনটায় নেই। সে সকল ছিন্নমূল মানুষের জন্য জমি ও ঘর তৈরী করে দিচ্ছেন সরকার। ঠিক তখনি চুয়াডাঙ্গার কুন্দিপুর গ্রামে বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশে একটি পরিবারের বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। ফলে খোলা আকাশের নিচে মানবতের জীবন যাপন করছে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিবার।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের কুন্দিপুর গ্রামের কপিল উদ্দিনের ছেলে ভারত ওরফে দিল মোহাম্মদরে সাথে ১৭ নং নেহালপুর মৌজার মাদার ম-লের ছেলে মোফাজেলের সাথে বসত ভিটার ৩ কাটা জমি নিয়ে বিজ্ঞ আদালতে মামলা চলে আসছিলো। বিজ্ঞ আদালতের বিচারক কাগজপত্র পর্যালচনা করে মামলার বাদী ভারতের পড়্গে ডিগ্রী জারি করেন। সেই সাথে জমিতে থাকা সকল প্রকার স্থাবর অস্থাবর সম্পদ

উচ্ছেদের নির্দেশ প্রদান করেন। তারি আলোকে গতকাল শনিবার সকাল ১০টার দিকে জেলা জজ আদালতের নাজির নজরম্নল ইসলামসহ হাবিবুর রহমান, তরিকুল ইসলাম দর্শনা থানা পুলিশের সহযোগিতায় নালিশি জমিতে থাকা সকল প্রকার স্থপনা ভেঙ্গে ফেলেন। উচ্ছেদের ফলে ৫ সদস্য বিশিষ্ট মোফাজেলের পরিবারের লোকজন খোলা আকাশের নিচে আশ্রয় নেয়।

মোফাজেলের স্ত্রী অভিযোগ করে বলেন, ১৭ বছর এই ভিটাই বসবাস করছি। আমাদেরকে উচ্ছেদ করা হবে এমন কোন নোটিশ পায়নি। সকালে হঠাত করে দেখি আদালতের লোকজন এবং পুলিশ এসে সবকিছু ভাঙ্গা শুরু করে দিয়েছে। আমরা মূর্খ মানুষ এতকিছু বুঝি না। আর ৪-৫ দিন পর আমার বড়মেয়ের বাচ্চা হবে। এখন তিন মেয়ে নিয়ে কোথায় উঠব জানিনা। জমিজমা বলতে জীবনের সকল উর্পাজন দিয়ে এই বসত ভিটা টুকই কিনে ছিলাম। আদালতের রায় বাস্তবায়ন করতে আসা জজ আদালতের নাজির নজরুল ইসলাম বলেন, আইনি বিষয় আইনগত ভাবেই মোকাবেলা করতে হয়। আমরা বিজ্ঞ আদালতের আদেশ বাস্তবায়ন করতেই এসেছি।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা গ্রামের অনেকেই বলেন, সত্য মিথার বেড়া জালে পড়ে মোফাজেলেক বসত বাড়ি ছাড়তে হচ্ছে। তবে ঘটনাটি অমানবিক ও দু:খজনক।

দর্শনা জয়নগর সীমান্তে ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার-৫,পলাতক ৭

চুয়াডঙ্গার দর্শনা জয়নগর সীমান্তে ভারতের ভৃখন্ডের ১শ গজ দৃরে বাংলাদেশের ৭৬/৪ এস পিলারের নিকট ফেনসিডিল নিয়ে চোরাচালানী দু গ্রপের সংঘর্ষে ৯২ বোতল ফেনসিডিলসহ ৫ জনকে আটক করেছে বিজিবি। গুরুতর আহত হয়েছে দুই গ্রপের মিনারুল ও আরিফসহ ২জন। মিনারুল গুরুতর আহত হয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি আছে।

শনিবার (২১ জানুয়ারি) ভোর সাড়ে ৫ টার দিকে জয়নগর সীমান্তের ন্যাড়া বটতলা নামকস্থানে এ ঘটনা ঘটে।

বিজিবি সৃত্রে জানাগেছে শনিবার ভোর সাড়ে ৫ টার দিকে জয়নগর সীমান্তের ৭৬/৪-এস এর নিকট জয়নগর ন্যাড়া বটতলা এলাকায় চোরাকারবারী দুই গ্রুপের মধ্যে মারামারি সংঘটিত হচ্ছে। এমন খবর পেয়ে ৬ বিজিবির দর্শনা আইসিপি’র কমান্ডার সুবেদার মোঃ নওশের আলী সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দ্রুত ঘটনাস্থলে গমন করে।

এ সময় বিজিবি ঘটনাস্থল থেকে চোরাচালানী জিয়ারুল ইসলাম এর নিকট হতে ৫০ বোতল এবং হাসমত আলীর নিকট হতে ৪২ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করে।ঘটনাস্থল থেকে ফেনসিডিলসহ জিয়ারুল (২১), পিতা- ইজাজুল, মোঃ হাসমত আলী (৩৫), পিতা- মৃত আলামিন শেখ, মাহবুব (২৬), পিতা- দিল মোহাম্মদ, লাল্টু শেখ (৩৬), পিতা- আইয়ুব আলী, মিনারুল (২৩), পিতা- আজল, ৫ জনই দর্শনা পৌরসভার জয়নগর,গ্রামে বাড়ি।পলাতক হিসাবে মামলা হয়েছে ছাব্বির (১৯), পিতা, আক্তার, মজিদ (৩৮), পিতা- মৃত দাউদ, ইজাজুল (৪৫), পিতা-মৃত দাউদ, আরিফ (২৫), পিতা- হানিফ, আক্তার (৩০) পিতা-মৃত ভোলা সোহেল (২৫), পিতা- ফকির পলাশ, (৩২) পিতা- ছোট ফরিক,,উভায়ের বাড়ি জয়নগর ও সুলতানপুর গ্রামে।

এ ঘটনায় দর্শনা বিজিবির আইসিপি কমন্ডার নওশের আলী বাদি হয়ে আটককৃত ৫ জনসহ পলাতক হিসাবে ৭ জনের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাপমলা দায়ের করেছে।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবির, ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন আমার থানায় এজাহার দিতে এসেছে কত জনের নামে মামলা হয়েছে তা এজহার দেখে বলতে পারবো।তবে এ রিপোর্ট লেখা পযন্ত মামলার প্রস্ততি চলছে।